অধ্যায়
৯

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

৯.১ পটভূমি

সম্প্রসারণ সেবা গ্রহীতাদেরকে চাহিদার ভিত্তিতে সাড়াদানমূলক সেবা প্রদানে সক্ষমতার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা অপরিহার্য।

ডিএই'র সকল পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা সময়োপযোগী এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে- সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বাড়ানো এবং বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যাতে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা শিক্ষাকে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন।

কৃষকের বহুমুখী শিক্ষণ চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানের জন্য বহুমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এলাকাভেদে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় নিজস্ব স্থানীয় সাড়া প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কার্যক্রম থাকে যার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এলাকাভেদে উপযোগী সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ভিন্নতা থাকতে পারে, বিধায় উপজেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের ওপর এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের দায়িত্ব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত থাকবে। ডিএই সদর দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কাজেই ডিএই'র একটি অন্যতম কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার মানব সম্পদের উন্নয়ন করা যা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া।

মানব সম্পদ উন্নয়নের কয়েকটি বিশেষ পন্থা:

- প্রশিক্ষণ (Training)
- স্বনির্দেশিত শিক্ষণ (Self-Driven Learning)
- কোচিং এবং মেন্টরিং (Coaching and Mentoring)
- কর্মীর পদোন্নতি (Employee Promotion)
- দায়িত্ব সমৃদ্ধিকরণ (Job Enrichment)
- পদের/দায়িত্ব পরিবর্তন ও প্রশিক্ষণ (Job Rotation and Cross-training)
- কাজের স্থান পরিবর্তন (Lateral Moves)
- কাজের সহায়ক সামগ্রী (Job Aids) সরবরাহ

৯.২ কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন যত হচ্ছে ততই নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন হচ্ছে। এই নতুন কলাকৌশলের ব্যবহার সম্পর্কে প্রথমতঃ সম্প্রসারণ কর্মীদের

জ্ঞান লাভ করতে হবে। অতঃপর তারা সেগুলোকে কৃষকদের মাঝে প্রসার ঘটাবেন। এভাবেই কৃষির প্রত্যাশিত উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিসে প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকে না; তাই তাদেরকে সংগঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ
- উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদকরণের আবশ্যকতা
- নতুন উদ্ভাবিত কৃষি কলাকৌশলের প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক
- বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- ফুল চাষ, ফল উৎপাদন, মাশরুম চাষ, ছাদে বাগান, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিক কৃষি, জৈব কৃষি, মৃত্তিকা উর্বরতা সংরক্ষণ, উত্তম কৃষি উৎপাদন কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় কৃষিতে অভিযোজন কৌশল ইত্যাদি
- সময়ের চাহিদা মিটাতে পরিবর্তিত সম্প্রসারণ কাজের মডেল ও এপ্রোচ সম্বন্ধে সক্ষমতা অর্জন যেমন- ই-সম্প্রসারণ সেবা সম্পর্কে সক্ষমতা
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কার্যক্রম নির্বাচন ও দায়িত্ব পালনে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা সমন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার, কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন
- কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য গ্রামীণ সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি, গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন
- কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রশিক্ষণ দানের জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেসব পদ্ধতির কার্যকরী ব্যবহার সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ আবশ্যক, যেমন- কীভাবে পদ্ধতি প্রদর্শনী ও ফলাফল প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করতে হয়, কীভাবে সভা পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে খামার দিবস অনুষ্ঠান করতে হয় ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা থাকা দরকার
- প্রশিক্ষিত সম্প্রসারণ কর্মী সার, সেচ, বীজ, কৃষি ঋণ ইত্যাদির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপচয় রোধ করে উৎপাদনমুখী ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়, ফলে সম্প্রসারণ সার্ভিসের প্রতি কৃষকদের আস্থা বাড়ে এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ স্বাচ্ছন্দে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন
- নিয়মিত প্রশিক্ষণের ফলে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের মাঝে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সমস্যা সম্পর্কে ভাব বিনিময় সম্ভব হয়
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীদের দায়িত্ব সচেতনতা বাড়ে, ফলে তদারকির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়
- কৃষি প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিসের একটি বিশেষ দায়িত্ব, মানসম্পন্ন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

- কৃষকদের মাঝে উন্নত কলাকৌশল বিস্তারে পারদর্শীতা অর্জনে সম্প্রসারণ কর্মীদের শিক্ষণের সূত্র, শিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষাদানের কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক
- সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন
- চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রত্যেক সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্বাবলি সফলতার সঙ্গে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৯.৩ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Training Methods)

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কোন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনে একটি পদ্ধতি যথাযথ না হলে একাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এককভাবে ব্যবহার করা হয় অথবা এক সঙ্গে একাধিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রশিক্ষকের দক্ষতার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচরাচর নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়:

১। বক্তৃতা (Lecture)
২। দলগত আলোচনা (Group-Discussion)
৩। সম্মেলন (Conference)
৪। কর্মশালা (Workshop)
৫। দায়িত্ব আরোপ (Assignment)
৬। টেলিভিশন / ভিডিও ক্লিপ/ চলচ্চিত্র (TV/VDO Clip/Cinema)
৭। অভিনয় (Role Playing)
৮। ব্যবস্থাপনা খেলা (Management Game)

৯.৪ সম্প্রসারণ কর্মীর যোগ্যতা নিরূপণ

সম্প্রসারণ কর্মীর যোগ্যতা

নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য একজন ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্তর হচ্ছে যোগ্যতা। বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য দক্ষতার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন মাত্রার যোগ্যতা রয়েছে। একজন মানুষ সর্বক্ষেত্রে যোগ্য নয়। একজন ব্যক্তির সার্বিক যোগ্যতা সাধারণত নতুন দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যমান দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যোগ্যতার নির্দেশক হচ্ছে:

১) কৃষি বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা
২) কৃষি সম্প্রসারণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা
৩) ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও দক্ষতা

যোগ্যতা স্তর ও প্রশিক্ষণ চাহিদার ক্ষেত্র নিরূপণ

নানবিধ উপায়ে সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা যায়:

- কাজ বিশ্লেষণ (Job Analysis)
- কর্ম সম্পাদন/কৃতি মূল্যায়ন (Performance Appraisal)
- চেক লিস্ট পদ্ধতি (Check List Method)
- পর্যবেক্ষণ (Observation)
- দলগত আলোচনা (Group Discussion)

সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য উপর্যুক্ত এক বা একাধিক পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে।

বাৎসরিক যোগ্যতা যাচাই ফরম:

- কাজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই সম্প্রসারণ কর্মীদের যোগ্যতার স্তর ও প্রশিক্ষণ চাহিদার ক্ষেত্র নিরূপণ করা যায়
- যোগ্যতার স্তর নিরূপণের জন্য সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীগণ বাৎসরিক যোগ্যতা যাচাই ফরম পরিশিষ্ট ৬ পূরণ করবেন
- পূরণকৃত ফরমগুলো জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পর্যালোচনা করবেন এবং কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবেন যাতে দ্রুত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা যায়
- বাৎসরিক যোগ্যতা নিরূপণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি উপজেলা ও জেলায় ব্যবহারের জন্য একটি ডাটাবেইজ তৈরি করে তার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ চাহিদার ক্ষেত্র নিরূপণ করা সম্ভব হয়

সারণি ৪ এ যোগ্যতার ৬টি স্তর দেখানো হলো:

সারণি ৪: সম্প্রসারণ কর্মীদের যোগ্যতার স্তর

মান	যোগ্যতার স্তর	ব্যবধান	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
৫	দক্ষ	নেই	নেই
৪	সম্পূর্ণভাবে যোগ্য	নেই, তদারকির দরকার নেই	বিনা তদারকিতে অনুশীলন করতে পারে
৩	প্রায় যোগ্য	তদারকির প্রয়োজন	তদারকি করা হলে অনুশীলন করতে পারে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দরকার
২	মোটমুটি যোগ্য	কিছুটা সহায়ক ও নির্দেশনার প্রয়োজন	কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও স্বনির্দেশিত শিক্ষার দরকার
১	আংশিক যোগ্য	গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব	কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, স্বনির্দেশিত শিক্ষা, সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দরকার
০	যোগ্যতা নেই	কর্ম সম্পাদন করতে পারে না; সুস্পষ্ট জ্ঞান বা দক্ষতা নেই	পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কোর্স দরকার

কর্মী যোগ্যতা ডাটাবেইজ (Database) যে সমস্ত কাজের জন্য সহায়ক:

- প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণ
- কর্মীদের প্রশিক্ষণ চাহিদার ক্ষেত্র নির্ধারণ
- যে কর্মী যে কাজের যোগ্যতা রাখে, তাকে সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ
- কর্মীদের মৌলিক দক্ষতার কারণে যেসব সম্প্রসারণ কার্যাদি বাস্তবায়িত করা যাবে না তা নিরূপণে

৯.৫ সম্প্রসারণ কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ

সম্প্রসারণ কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধিকরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

- সকল সম্প্রসারণ কর্মীর উচিত বিদ্যমান ও নতুন জ্ঞান এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা
- সঠিক ও উপযুক্ত সম্প্রসারণ পরামর্শ প্রদানে যোগ্য হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ
- সম্প্রসারণ কর্মী তার নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দায়ী এবং অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ করা সকলের নিত্যদিনের কাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত
- আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ যোগ্যতা উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী পন্থা, তবে ব্যয় সাশ্রয়ী নয়
- এসএএওগণ প্রশিক্ষণ চাহিদার বিষয়ে তাদের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করবেন, এরূপ পরামর্শ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণে সহায়তা করে
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে অধঃস্তন কর্মকর্তাদের বিবিধ উপায়ে শিখতে সাহায্য করা

সম্প্রসারণ কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি পন্থা:

১) কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ
২) স্বনির্দেশিত শিক্ষণ
৩) অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ
৪) আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

১। কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ

- কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ হচ্ছে- একজন অধঃস্তন কর্মীকে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে কোন কাজের তদারকি বা মেনটরিং এর অংশ হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়া
- এ পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধির একটি সাধারণ পন্থা
- এ পদ্ধতিতে অধঃস্তনদের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্ববধায়ক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান করা হয়
- পরামর্শদাতার উপস্থিতিতে অনুশীলন কাজের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে
- কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি দ্বিমূখী প্রক্রিয়া বিধায় কর্মীদেরকেও তত্ত্ববধায়কের নিকট পরামর্শ চাইতে হবে এবং তত্ত্ববধায়ককে বুঝতে হবে কর্মীদের কোন বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন
- ডিএই এর জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়মিত ঘটনা এবং তত্ত্ববধায়কগণ নিয়মিতই তা করছেন, যেমন- প্রদর্শনী ক্ষেত্র আরও ভালভাবে বাস্তবায়ন করা অথবা এসএএও ডায়েরি আরও ভালভাবে লিখার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান

২। স্বনির্দেশিত শিক্ষণ

সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের প্রাথমিক পন্থা হলো স্বনির্দেশিত শিক্ষণ। এ ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং নিজেদের প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের জন্য একজন কর্মী নিজেই দায়ী। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সংগে অবহিত থাকার জন্য স্বনির্দেশিত শিক্ষণ সর্বোত্তম পন্থা।

ব্যক্তি বিশেষের স্বশিক্ষা লাভের বিভিন্ন পন্থা:

- জেলা ও উপজেলা শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার
- সদর দপ্তরের লাইব্রেরি ব্যবহার
- সদর দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রযুক্তি বিষয়ক মুদ্রণ সামগ্রী চর্চা
- পেশাজীবি (যেমন- ডিএই এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মী), অভীজ্ঞ কৃষক, এনজিও কর্মী, ব্যবসায়ী বা কোন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংগে সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধান জানা, এটাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য দ্রুততম পন্থা
- কৃষি ভিত্তিক পত্রিকা বা সাময়িকী, বই, জার্নাল, কৃষি ম্যাগাজিন ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষণ সামগ্রী পড়া, এসব শিক্ষণ সামগ্রী নিজে পড়ে বা প্রয়োজনে তত্ত্বাবধায়কের সহায়তা গ্রহণ করে একজন কর্মী জ্ঞান অর্জন করতে পারেন
- ইন্টারনেট, মোবাইল এ্যাপস ও অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও পড়া
- বেতার ও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম শ্রবণ
- কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন
- নিজ এলাকায় অন্য কোন সংস্থা যেমন- কোন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান
- ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন ও পরীক্ষা পরিচালনা
- একই ধরনের সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত গ্রুপে যোগদান

সদর দপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ সকল সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য স্বনির্দেশিত শিক্ষণের যথেষ্ট সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবেন।

৩। অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

- অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হলো- অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া একদল কর্মীকে কোন তথ্য অথবা কোন কৌশল প্রদর্শন করা
- সম্প্রসারণ কর্মীগণ যখন কোন সভায় যোগদান করেন তখন অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের একটি সুযোগ তৈরি হয়

অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- উৎপাদন সমস্যা ও সমাধানের ওপর আলোচনা করা
- পোকার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রেণ পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মীদের পরামর্শ দেয়া

- কোন একটি নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে কৃষকদের পরিচিত করা
- বাজারজাতকরণের নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মীগণকে অবহিত করা
- একটি কৃষি যন্ত্র প্রদর্শন করা

কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও তদারকি অনুশীলন, স্বনির্দেশিত শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হলো স্বল্প খরচ বা বিনা খরচে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার পন্থা।

৪। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

যোগ্যতা উন্নয়নে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী পন্থা, তবে ব্যয় সাশ্রয়ী নয়। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হলো- প্রস্তুতকৃত পাঠ উপস্থাপন ও দক্ষতার অনুশীলন করা
- আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ব্যয়সাধ্য; বহু সংখ্যক কর্মীর কোন একটি জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে যোগ্যতার উল্লেখযোগ্য অভাব পরিলক্ষিত হলে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণই উত্তম
- সম্প্রসারণ বার্তার ওপর এসএএও-দের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ একটি নিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম, এটি বিনা/স্বল্প খরচে পরিচালিত হবে
- আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতকৃত পাঠ এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও হ্যান্ডআউটের প্রয়োজন হয়
- উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্প ব্যয়ে পরিচালিত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত হবে

জেলা কর্মকর্তাগণের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

- প্রশিক্ষণ উইং আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন কেন্দ্রীয়ভাবে করে থাকে
- কোর্স কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে অথবা অঞ্চল বা জেলাকে স্থানীয়ভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া যেতে পারে
- কোর্সের জন্য প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, অর্থ এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ সামগ্রী সাধারণত সদর দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হয়
- প্রশিক্ষণ কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী বা অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হতে পারে

উপজেলা কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

- সদর দপ্তরের নির্দেশনামতে উপজেলা কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হতে পারে
- নির্দিষ্ট কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবেও এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়
- সম্প্রসারণ বার্তা ও অন্যান্য কারিগরী বিষয়ের ওপর নিয়মিত (মাসিক) প্রশিক্ষণ বিনা/স্বল্প খরচে অনুষ্ঠিত হয়

- সদর দপ্তর থেকে নির্দেশিত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছাড়াও প্রত্যেক জেলা কর্তৃপক্ষ তার অধিনস্থ উপজেলা অফিসারদের জন্য নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে পারে

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

- উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতি পক্ষকালে (১৪ দিনে) একদিন উপজেলাতে অনুষ্ঠিত হবে
- সম্প্রসারণ বার্তা ও অন্যান্য কারিগরী বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ বিনা/স্বল্প খরচে অনুষ্ঠিত হবে
- এসএএওগণ প্রশিক্ষণ চাহিদার বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করবেন, এরূপ পরামর্শ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণে সহায়তা করে
- জেলা বা উপজেলা কার্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এটিআই, নাটা বা অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে কারিগরী বিষয়ে প্রক্ষিণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

৯.৬ মানব সম্পদ উন্নয়নে ডিএই'র সদর দপ্তরের ভূমিকা

কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষকের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে কৃষকের চাহিদা, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন নীতি ও জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রশিক্ষণ উইং মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্য উইংএবং প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। অধিদপ্তর সকল স্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে:

- কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ
- অঞ্চল ও জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে প্রশিক্ষণ উইং কর্তৃক সকল পর্যায়ের সম্পসারণ কর্মীদের জন্য একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ডিএই'র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ
- কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নীতিমালা এবং প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা (গাইড) প্রণয়ন
- সরেজমিন উইং এবং অন্যান্য উইং-এর নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেয়া
- উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য এসএএওদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং/ সরেজমিন উইং কর্তৃক পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ
- প্রশিক্ষণ উইং বাস্তবায়িত সকল প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের রেকর্ড সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি এবং আইসিটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ডাটাবেইজ প্রশ্রতের উদ্যোগ গ্রহণ

- প্রথম নিয়োগের পর পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন
- ডিএই এর নিজস্ব সম্পদ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের বিষয়ভিত্তিক কারিগরী প্রশিক্ষণের আয়োজন
- সমসাময়িক বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যেমন- ই-সম্প্রসারণ সেবা, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন, ফুল চাষ, ফল উৎপাদন, নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন, বাণিজ্যিক কৃষি, খামার যান্ত্রিকীকরণ, শহর উদ্যান, বাড়ির ছাদে ফল ও সবজি চাষ, বাজার সংযোগ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন
- যে কোন বিষয়ের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সে বিষয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদের জন্য TOT কোর্সের ব্যবস্থা
- নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর মানসম্মত প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি এবং তা অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ পরিচালনা নিশ্চিতকরণ
- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন
- কর্মীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর ডিগ্রি (স্নাতকোত্তর) গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি
- বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা
- কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠ্যক্রম যুগোপযোগীকরণ
- স্বনির্দেশিত শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবহারে উৎসাহিত করা
- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
- বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা বা সেমিনারের আয়োজন

মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ডিএই এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো কৃষকদেরও (পুরুষ ও নারী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে তারা উন্নত খামার পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

- প্রশিক্ষণ উইং একটি বার্ষিক কৃষক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে
- ডিএই'র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সকল কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বার্ষিক কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে
- প্রশিক্ষণ উইং বাস্তবায়িত সকল কৃষক (পুরুষ ও নারী) প্রশিক্ষণের রেকর্ড সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং সকল পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করবে

৯.৭ জেলা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

জেলা কার্যালয়ে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাসিক অধিবেশন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপপরিচালক জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপাদান নির্ধারণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। উপপরিচালক জেলার প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রত্যেকটি করণীয় উপাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি সনাক্ত পূর্বক দায়িত্ব বণ্টন করে দিবেন। তবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবেন জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা।

জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন:

- প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ধারণ যেন নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় হয়
- সম্প্রসারণ কর্মসূচি পরিকল্পনা যাতে এসএএদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ সূচির সময় ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রেখে নির্ধারণ করা হয়
- কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও স্বশিক্ষণে সকল সম্প্রসারণ কর্মীদের উৎসাহিতকরণ এবং উপযুক্ত শিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবস্থাকরণ

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার প্রতি মৌসুমের পূর্বে অতিরিক্ত উপপরিচালক এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা করে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চূড়ান্ত করবেন। জেলা পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচিসহ প্রশিক্ষণ উইং এবং উন্নয়ন প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত সকল কোর্স সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাইরের সহায়তা প্রয়োজন হলে তা চিহ্নিত করতে হবে যেমন- প্রশিক্ষণের স্থান, অতিথি বক্তা, যন্ত্রপাতি বা প্রশিক্ষণ সামগ্রী ইত্যাদি।

জেলা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যবিধি ও নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে
- প্রশিক্ষণ অধিবেশনের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ যেমন- উদ্দেশ্য, বিষয়, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা প্রস্তুতকরণ
- প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং প্রত্যেক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডগুলো নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকিকরণ
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

জেলা কার্যালয়ে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত মাসিক প্রশিক্ষণ:

- উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাসিক প্রশিক্ষণ জেলায় অনুষ্ঠিত হবে এবং জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত উপপরিচালকগণ প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করবেন
- প্রশিক্ষণে এসএএওদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ অধিবেশনের জন্য প্রযোজ্য পরবর্তী দুই পক্ষকালের জন্য উন্নত কৃষি কলাকৌশল সম্পর্কিত সম্প্রসারণ বার্তা (মুদ্দা কথা) অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে
- দিবসের দ্বিতীয়ভাগে অন্য কোন নির্ধারিত শিক্ষণ বিষয়, চলমান ঘটনা বা মাঠে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের কারিগরী বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের একটা সুযোগ
- জেলাস্থ সকল উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ এবং অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তাগণ এই মাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন
- প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মধ্যে অবশ্যই প্রকৃত বস্তু ও জীবন্ত নমুনা (Life Sample) অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রশিক্ষণকালে প্রদর্শন করতে হবে
- প্রশিক্ষণ অধিবেশনে মাল্টিমিডিয়াসহ বিভিন্ন আধুনিক শ্রবণ-দর্শন সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে

- জেলায় মাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের পূর্বেই উপজেলা থেকে প্রেরিত পরবর্তী এক মাসের সম্প্রসারণ বার্তার বিষয়াবলি ও প্রস্তুতকৃত পাঠের খসড়া জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত উপপরিচালকগণ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন বা সংশোধন পূর্বক চূড়ান্ত করবেন এবং এসএএওদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণের পূর্বেই সেগুলো উপজেলায় প্রেরণ করবেন (হার্ড ও সফট কপি)
- উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাসিক প্রশিক্ষণ মাসের কোন সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে তা অঞ্চলের অতিরিক্তি পরিচালক সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন

জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত সকল প্রশিক্ষণের তথ্যাদি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কম্পিউটার ডাটাবেইজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিকালক জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল প্রশিক্ষণের তথ্যাদি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের নিকট নিয়মিত (মাসিক) প্রেরণ করবেন। জেলার সকল পর্যায়ের কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা সংক্রান্ত একটি পত্র প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং-এর নিকট প্রেরণ করতে হবে। জেলার প্রশিক্ষণ চাহিদা পত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, সময়কাল, প্রশিক্ষণীর্থী, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাবিত সময়/মৌসুম ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

৯.৮ উপজেলা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিট। স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে ফলপ্রসূভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। এ জন্য বিদ্যমান সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিটের মৌলিক চাহিদাগুলো নিম্নরূপ:

- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ স্থানের ব্যবস্থা
- সুবিধাজনকভাবে বসার ব্যবস্থা (‘ইউ’ আকৃতির)
- আলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা
- তথ্যাদির জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী ব্যবহারের সুবিধাদি
- প্রশিক্ষণ সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যবস্থা
- প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি যেমন- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্লিপ বোর্ড, সাদা বোর্ড, ইত্যাদি এবং প্রয়োজনীয় শ্রবণ ও দর্শন সামগ্রীর ব্যবস্থা

উপজেলা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী:

- উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা
- প্রশিক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত বিষয়বস্তু, সময়োপযোগী ও স্থানীয় চাহিদা, আবহাওয়া, ভূমির উপযোগীতাভিত্তিক ফসল (ক্রপ জোনিং), উৎপাদন প্রতিবন্ধকতা, এসএএওদের প্রশিক্ষণ চাহিদা ইত্যাদির সমন্বয়ে সম্প্রসারণ বার্তার বিষয়বস্তু ও পাঠমালা প্রস্তুত করতে হবে

- উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং এসএএওদের জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ; কৃষকের তথ্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ একটি দায়িত্ব
- প্রতি বছর জুলাই মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণ সময়কাল ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রশিক্ষণ চাহিদার বিবরণ জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা
- প্রশিক্ষণ চাহিদা সম্পসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সমন্বিত করা
- উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণ (দিন, তারিখ, বিষয়বস্তু, উপস্থিতি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং কম্পিউটার ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা
- সকল প্রশিক্ষণ তথ্যাদির পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিবেদন জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যঃ

- ব্লকের জন্য উপযুক্ত ও অনুমোদিত কৃষি কলাকৌশল বা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া
- নতুন উদ্ভাবিত কোন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া
- নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএএওদের কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন যাতে কৃষকের তথ্যচাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- কৃষকের সমস্যা বিশ্লেষণ, অনুমোদিত খামার পদ্ধতি ব্যবহারের সুফল সমন্ধে জ্ঞান লাভ এবং সেগুলো মাঠে প্রদর্শনের ব্যাপারে এসএএওদের সক্ষমতার উন্নয়ন
- পরিকল্পনা মোতাবেক সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসএএওদের সমৃদ্ধ করা
- যোগযোগ কৌশল ও বিকল্প সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহারে এসএএওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে কৃষকদের সঙ্গে তাদের কার্যকরভাবে কাজ করার সামর্থের উন্নতি ঘটে
- মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা - যেমন কৃষকের সমস্যাদি, পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ, উপকরণ প্রাপ্যতা বিষয়ে করণীয় ইত্যাদি এবং কারিগরী ও বিভাগীয় দিক নির্দেশনা প্রদান

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাঃ

- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এসএএওদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত
- কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন, তবে বিশেষ প্রয়োজনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি বা অন্যান্য সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো
- প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিতকরণের জন্য জেলা কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা উপজেলাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন
- প্রশিক্ষণের প্রধান অংশ হবে অনুমোদিত সম্পসারণ বার্তাসমূহের প্রস্তুতকৃত পাঠমালা উপস্থাপন করা
- উপজেলায় আয়োজিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণে নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে, যেমন- নির্দিষ্ট সময়সূচি, পাঠ উপস্থাপন, মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে
- ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনে স্থানীয় গবেষণা কেন্দ্র বা বিএডিসি খামারে, হর্টিকালচার সেন্টারে বা কৃষকের ক্ষেতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

- প্রশিক্ষণে অবশ্যই প্রকৃত বস্তু বা জীবন্ত নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে; প্রশিক্ষণ দিবসে এসএএও এবং এসএপিপিও বালাই ও অন্যান্য সমস্যাসংক্রান্ত জীবন্ত নমুনা, প্রকৃত বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন
- আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে; যথাসম্ভব মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে
- প্রশিক্ষণ অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক করা এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা
- সম্প্রসারণ বার্তার (মুদ্দা কথা) প্রস্তুতকৃত পাঠের মুদ্রণ কপি এসএএওদের নিকট বিতরণ করতে হবে
- অধিবেশন শেষে অবশ্যই প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে
- প্রশিক্ষণ অধিবেশন শেষে সাধারণ কারিগরী আলোচনা হবে, যেখানে এসএএওগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরামর্শ চাইতে পারেন এবং কর্মকর্তাগণ কারিগরী ও বিভাগীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন
- এসএএওগণ তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা জানিয়ে পাক্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা কর্মকর্তাদের সহায়তা করতে পারেন

৯.৯ জেলা ও উপজেলা শিক্ষণ কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক কর্মসম্পাদনের জন্য একজন সম্প্রসারণ কর্মীকে নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়, এ ক্ষেত্রে স্বনির্দেশিত শিক্ষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বনির্দেশিত শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রত্যেক সম্প্রসারণ কর্মীর জন্য শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ থাকা দরকার। প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় শিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হবে স্ব স্ব ইউনিটের শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পুস্তক, পুস্তিকা, নথিপত্রের নমুনা ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষণ কেন্দ্রে রোগ ও পোকা-মাকড় শনাক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। শিক্ষণ কেন্দ্রটি মিউজিয়াম হিসাবেও ব্যবহার উপযোগী হবে।

শিক্ষণ কেন্দ্র তথ্যবহুল করণের উদ্দেশ্যে এতে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ/সামগ্রী সংগৃহীত থাকবে, যেমন-

- পুস্তক, পুস্তিকা ও মুদ্রিত লিফলেট
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সামগ্রী
- কারিগরী প্রতিবেদন
- খবরের কাগজ, কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন (কৃষি কথা) ও সাময়িকী
- ক্ষতিকর ও উপকারী পোকা-মাকড়ের নমুনা
- বীজ ও গাছ-গাছড়ার নমুনা
- বিভিন্ন কৃষি উপকরণের নমুনা
- রোগাক্রান্ত গাছের অংশ
- নমুনা সংরক্ষণের জন্য পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী
- বালাই শনাক্তকরণের সুবিধার্থে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যেমন: ম্যাগনিফাইং গ্লাস, পেট্রিডিস, মাইক্রোস্কোপ, গ্লাস স্লাইড, গ্লিসারিন ইত্যাদি
- গ্রাফ, পোস্টার ইত্যাদি

- অডিও এবং ভিডিও তথ্য সম্বলিত কম্পিউটার ডিস্ক
- আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি

শিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদ/সামগ্রীর প্রাথমিক উৎস হলো:

- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস
- ডিএই বিভিন্ন উইংসমূহ
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ
- ডিএই এর সঙ্গে জড়িত দাতা সংস্থা এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ অংশীদার
- এনজিও এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ সংস্থা
- কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সহবরাহকারীগণ

উপকরণ তথ্যের আরও অনেক উৎস রয়েছে। কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে উপকরণ তথ্যের অন্বেষণ করবেন।

জেলা শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা:

জেলা শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে থাকবে-

- শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষণ সামগ্রীর উপযুক্ত যত্ন নেয়া, ব্যবহারকারীগণ যেন সহজে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা এবং সংরক্ষিত সামগ্রীর ওপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- জেলা কার্যালয়ে শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি আলাদা কক্ষ থাকবে, কক্ষটিতে সংগৃহীত বই ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকবে, বই ও অন্যান্য সামগ্রী রাখার জায়গা সংকুলান হতে হবে, কেন্দ্রটিতে যাতায়াত সহজসাধ্য হতে হবে
- জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন এবং বিদ্যমান সামগ্রীর উপযুক্ততা ও কোন সামগ্রী প্রয়োজনীয়তা সময় সময় যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবেন
- শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাকে সহযোগিতার জন্য একজন অফিস সহকারী নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন
- কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণ সামগ্রী দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস সহকারী কর্তৃক স্থায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে, একটি বিতরণ রেজিস্টারও থাকবে, প্রাপ্তি ও বিতরণের অনুকূলে জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন
- প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রত্যেকটি বই বা অন্যান্য দ্রব্যের পরিচিতি নম্বর দেবেন এবং ক্যাটালগ করে আলমারিতে রাখবেন
- শিক্ষণ কেন্দ্রের সব সামগ্রীর একটি তালিকা টাইপ করে কক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে করে পরিদর্শনকারীগণ কেন্দ্রে কী কী সামগ্রী রয়েছে তা সহজেই দেখতে পারেন
- দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী ব্যবহারকারীর অনুরোধক্রমে নির্দিষ্ট বই ও অন্যান্য সামগ্রী বের করে দেবেন এবং ফেরৎ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেবেন

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী ইস্যুকৃত বই ও অন্যান্য সামগ্রী ফেরৎ নেয়ার জন্য যত্নশীল হবেন এবং কোন অসুবিধা হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন

উপজেলা শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা:

উপজেলা কার্যালয়ে শিক্ষণ সম্পদসমূহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষে রাখা উচিত। সম্ভব হলে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে পরিদর্শকদের যাতায়াতের কারণে কোন কর্মকর্তার কাজে বিঘ্ন না ঘটে। জেলা কার্যালয়ের মত উপজেলা কার্যালয়েও এ সম্পদসমূহ একজন কর্মকর্তার দায়িত্বে রাখা প্রয়োজন এবং একইরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে। উপজেলার সহায়তায় ইউনিয়ন বা ব্লক পর্যায়েও শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এই শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা।

উপজেলা ও জেলা শিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবহার:

জেলা ও উপজেলার সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে বিশেষ করে এসএএওদেরকে শিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ণ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার উৎসাহিতকরণের কয়েকটি পন্থা:

- কর্মীদের পরামর্শ দেয়া যে স্বনির্দেশিত শিক্ষার মধ্যে তাদের সার্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির একটি নির্দশন হচ্ছে শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার
- নিশ্চিত করা যে সকল কর্মী শিক্ষণ কেন্দ্রে বিদ্যমান শিক্ষণ সামগ্রী সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন
- কীভাবে শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে কর্মীদের জানানো
- শিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত সময়ে খোলা ও বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা
- কর্মীগণ যাতে অফিস সময়ে শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারেন তার সুবিধা নিশ্চিত করা
- কেন্দ্রের ব্যবহার পরিবীক্ষণ করা এবং মাঝে মধ্যে কেন্দ্র সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা
- কেন্দ্রের পরিবেশ সুন্দর রাখা

সকল পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধিতে শিক্ষণ কেন্দ্র ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষণ কেন্দ্রের সংগ্রহ বাড়ানো ও হাল-নাগাদ করা এবং স্বনির্দেশিত শিক্ষার জন্য কর্মীদের শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে।

৯.১০ দক্ষ সেবা দান প্রক্রিয়ায় ডিএই-এর মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা

কাঙ্ক্ষিত কর্মসম্পাদন নিশ্চিত করতে সহায়ক সামগ্রী, সম্পদ ও অর্থ যোগানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ডিএই এর সকল পর্যায়ের নির্ধারিত পদসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ/পদায়ন থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকর্তাবৃন্দ দক্ষতার সঙ্গে ফলফসূ সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবেন এবং এর ফলে অধিদপ্তরের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে। অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় সম্পদ ও উপকরণের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আঞ্চলিক পর্যায়:

- উপযুক্ত অবকাঠামো (কার্যালয়) ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেক্টর স্ক্রিন, পিকো প্রজেক্টর ও এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক সামগ্রী/ উপকরণ
- জেনারেটর বা সোলার সিস্টেম
- অতিরিক্ত পরিচালক এবং উপপরিচালক প্রত্যেকের জন্য ল্যাপটপ
- অফিস কাজের জন্য একাধিক ডেক্সটপ এবং প্রিন্টার
- ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা
- একটি স্ক্যানার, একটি ফটোকপিয়ার, একটি ক্যামেরা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিসপ্লেবোর্ড
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

জেলা পর্যায়:

- উপযুক্ত অবকাঠামো (কার্যালয়) ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেক্টর স্ক্রিন, পিকো প্রজেক্টর এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ/সামগ্রী
- শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আলমারি, বুক সেলফ্, নমুনা সংগ্রহের সামগ্রী, ডিসপ্লেবোর্ড, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান
- জেনারেটর বা সোলার সিস্টেম
- উপপরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা এবং প্রত্যেক অতিরিক্ত উপপরিচালকদের জন্য ল্যাবটপ
- অফিস কাজের জন্য একাধিক ডেক্সটপ এবং প্রিন্টার
- ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা
- একটি স্ক্যানার, একটি ফটোকপিয়ার, একটি ক্যামেরা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিসপ্লেবোর্ড
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

উপজেলা পর্যায়:

- অফিসের জন্য চেয়ার, টেবিল ও আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য ল্যাপটপ
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- জেনারেটর বা সোলার সিস্টেম
- অফিস কাজের জন্য একাধিক ডেক্সটপ এবং প্রিন্টার

- ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা
- একটি স্ক্যানার, একটি ফটোকপিয়ার, একটি ক্যামেরা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিসপ্লেবোর্ড
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী
- শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আলমারি, বুক সেলফ্, নমুনা সংগ্রহের সামগ্রী, ডিসপ্লেবোর্ড, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান

ব্লক পর্যায়:

- চেয়ার, টেবিল ও আলমারিসহ অফিস (ফিয়াক/কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র)আসবাবপত্র
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আলমারি, বুক সেলফ্, নমুনা সংগ্রহের সামগ্রী/উপকরণ, ডিসপ্লেবোর্ড, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান

কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এটিআই):

- উপযুক্ত অবকাঠামো (কার্যালয়) ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেক্টর স্ক্রিন, পিকো প্রজেক্টর এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ/সামগ্রী
- জেনারেটর বা সোলার সিস্টেম
- একটি স্ক্যানার, একটি ফটোকপিয়ার, একটি ক্যামেরা

হর্টিকালচার সেন্টার:

- উপযুক্ত অবকাঠামো (কার্যালয়) ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র
- প্রয়োজনীয় যানবাহন
- কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেক্টর স্ক্রিন, পিকো প্রজেক্টর এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ/সামগ্রী
- জেনারেটর বা সোলার সিস্টেম
- একটি স্ক্যানার, একটি ফটোকপিয়ার, একটি ক্যামেরা

৯.১১ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান ও মূল্যায়ন

- জ্ঞান ও দক্ষতা ক্রমাগত উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপকগণ উৎসাহ প্রদান করবেন

- স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন মাত্রা পরিমাপে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিবেন
- নিজ নিজ দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রত্যেককে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে ও দায়ী হতে হবে
- নিজ নিজ দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে
- প্রত্যেক কর্মী তার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে একক বা অংশীদারত্বমূলকভাবে নিয়মিত অনুশীলন করবেন এবং তত্ত্বাবধায়ক/সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন
- তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক কর্মসম্পাদন ফলাফল বা কৃতি মূল্যায়ন (Performance Appraisal) পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের নির্দেশকের ভিত্তিতে অধীনস্থ সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের অগ্রগতি ক্রমাগত মূল্যায়ন করতে হবে
- অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক অধিনস্থ সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাসম্ভব পরিবীক্ষণ করবেন এবং কারিগরী নিরীক্ষা সম্পাদন করবেন
- মূল্যায়ন কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে তত্ত্বাবধায়কগণ আরও উৎসাহ প্রদান করবেন এবং ব্যক্তি বিশেষের জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থাদি কার্যকর করবেন।